ভাষারীতি

এ ইউনিটটি পড়ে আপনি

১. বাংলা ভাষারীতির একটি পরিচিতি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
২. ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
৩. ভাষারীতি পরিবর্তন করতে পারবেন।

পৃথিবীর সব উন্নত ভাষারই আছে দুটি রূপ। একটি লেখ্য বা লৈখিক রূপ ও অপরটি মৌখিক বা কথ্যরূপ। আমরা যখন বর্ণমালা বা প্রতীক দিয়ে যখন লিখি তখন তা হয় ভাষার লিখিত বা লৈখিক রূপ। কথা বলার সময় আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি সেটিকে বলে ভাষার মৌখিক বা কথ্যরূপ। স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষাতেও আমরা ভাষার লিখিত ও কথ্যরূপ পাই।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষারীতির বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- সাধু ও চলিত ভাষার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সাধু ও চলিত ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

বাংলা ভাষার লিখিত রূপ আছে দুটি। একটির নাম সাধুভাষা ও অপরটির নাম চলিত ভাষা। বাঙালি জনগোষ্ঠীর শিষ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহিত্য রচনা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে এ দুটো রীতি অনুসরণ করে থাকেন। এদিক দিয়ে সাধু ও চলিত রীতি সার্বজনীন। বাংলা মৌখিক বা কথ্য ভাষাও আমরা পাই দুরকমের। একটি শিষ্ট ও শিক্ষিতজনের মুখের ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষা। আরেকটি হচ্ছে আঞ্চলিক বা উপভাষা। কথ্য চলিত ভাষা শিষ্টজনের সার্বজনীন ভাষা। তবে আঞ্চলিক বা উপভাষা- একান্তভাবেই বিশেষ এলাকা বা অঞ্চলের ভাষা। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন নয়। বিভিন্ন ভাষারীতির পরিচয় আমরা রৈখিক চিত্রে এভাবে তুলে ধরতে পারি–

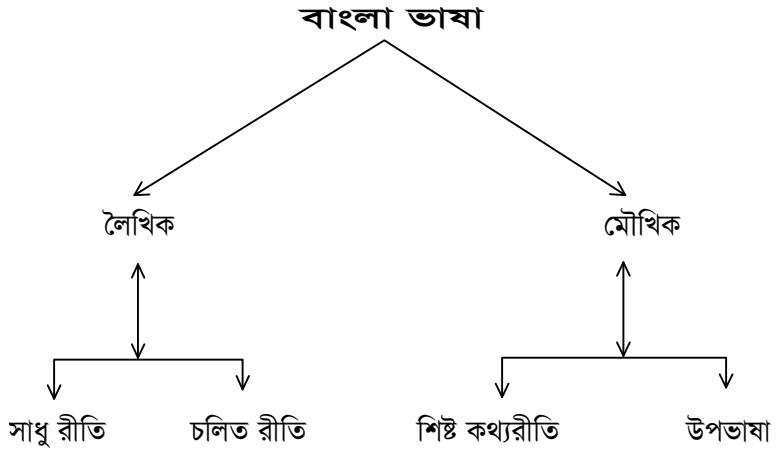

আমাদের আলোচনা বাংলা ভাষার লিখিত রূপ বা লেখ্যরূপ সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে। আমরা জেনেছি যে শিষ্ট ও শিক্ষিত জনের কাছে দুটো ভাষাই গ্রহণীয়। তবে সাধু ভাষা সংস্কৃতের অনুসারী ও চলিত ভাষা কথ্য ভাষার অনুসারী। তাই সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যেয়ে আমরা বলতে পারি।

যে ভাষার শব্দ, বাক্যগঠন ও প্রয়োগ কৌশল সংস্কৃতের অনুসারী এবং সেকালের 'সাধু' অর্থাৎ শিষ্ট, শিক্ষিত ও পণ্ডিতজন যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন তাই সাধুভাষা (Standard literary style)

যে ভাষার শব্দ, বাক্যগঠন ও প্রয়োগ-কৌশল শিষ্ট ও শিক্ষিতজনের কথ্যভাষার ধারা অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে, তাকে বলা হয় চলিত ভাষা (Standard Colloquial style)।

সাধু ও চলিত রূপের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্য যুগে ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন ছিল কবিতা। চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের একটি অস্পষ্ট রূপ এ সময় পাওয়া গেলেও এগুলো ছিল একেবারেই প্রাথমিক ও অবিকশিত। প্রকৃতপক্ষে এ দেশে ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার পর বাংলা গদ্যের যাত্রা শুরু হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব অনুভূত হয়। এর ফলেই এখানে বাংলা গদ্য চর্চার একটি সমন্বিত প্রয়াস শুরু হয়। উনিশ শতকে বাংলা সাময়িক পত্রের প্রকাশ বাংলা গদ্য রচনার সুযোগ সম্প্রসারিত করে।
এছাড়া রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক এ সময়ই সমাজ সংস্কারের জন্য গদ্য চর্চা শুরু করেন। তাঁরা এ সময় অন্যান্য লেখকদের প্রচেষ্টায় সকল অঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালির জন্য একটি সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য লিখিত ভাষা গড়ে তোলেন। এ ভাষার মূল নির্ভরতা ছিল সংস্কৃত ভাষার উপর। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন কৌশল সব কিছুতেই সংস্কৃতের প্রভাব ছিল গভীর। উনিশ শতকে গড়ে উঠা এ ভাষার নাম সাধুভাষা। সাধুভাষা একদিনে তার রূপ-লাবণ্য, শ্রী ও সৌন্দর্য লাভ করেনি। বহুজনের মিলিত প্রয়াসে সাধুভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথমযুগে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র এবং পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গদ্যলেখকের হাতে সাধুভাষা প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

উনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়। এ সময় সাময়িকপত্রের প্রকাশ ও সমাজ সংস্কারকদের বাংলা গদ্য চর্চার ফলে বাংলা সাধু গদ্য বিকশিত হতে থাকে। বহুজনের মিলিত প্রয়াসে বাংলা সাধুগদ্য পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা চলিত ভাষা (Standard Colloquial Style)

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই চলিত ভাষা বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিতে থাকে। সংস্কৃত নির্ভর সাধুভাষা ক্রমশ পণ্ডিতি ভাষায় পরিণত হয়। ফলে সাধুভাষা নিষ্প্রাণ ও স্থবির হয়ে যেতে থাকে। লেখকদের মধ্যে অচিরে এ বোধ জাগ্রত হতে থাকে যে গদ্যকে প্রাণবাণ ও জীবন্ত রাখতে হলে কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" ও কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা" প্রথম কথ্যভাষায় রচিত দুটি গদ্যগ্রন্থ। পরর্বীতিকালে প্রমথ চৌধুরী তাঁর "সবুজপত্র" পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথও চলিত ভাষায় লিখে একে অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।
রবীন্দ্রপরবর্তী যুগ থেকে বাংলা গদ্যে চলিতরীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে সাহিত্যের প্রায় সবটুকুই চলিতরীতির আদর্শে রচিত হচ্ছে। তাছাড়া সংবাদপত্রের ভাষা থেকে আরম্ভ করে ব্যবহারিক সর্বক্ষেত্রেই চলিতভাষাই আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

চলিতরীতি প্রাণবাণ ও জীবন্ত বলে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ভাষা এখন চলিত ভাষা। সাহিত্য ছাড়াও চলিত ভাষা আমাদের ব্যবহারিক সমস্ত প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ধারিত স্থানে লিখুন।

১. আপনি কথা বলার সময় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন কী? (হ্যা অথবা না লিখুন)
২. আপনার আঞ্চলিক ভাষায় বা উপভাষায় একটি বাক্য লিখুন। সে বাক্যটিকে সাধুরীতি ও চলিতরীতিতে রূপান্তরিত করুন।
৩. শিষ্ট চলিত ভাষায় কথা বলতে কী আপনার অসুবিধা হয়?
৪. আপনি পরীক্ষার খাতায় কোন রীতিতে লিখতে পছন্দ করেন? সাধু না চলিতরীতি?

এখানে উত্তর লিখুন

১. --

২. --

৩. --

৪. --

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- সাধু ও চলিত রীতিতে রচিত যে কোন রচনা সনাক্ত করতে পারবেন।
- সাধুরীতি থেকে চলিত রীতিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

ভাষারীতি সনাক্ত করা ও সাধুরীতি থেকে চলিত রীতিতে ভাষা রূপান্তরিত করতে পারার দক্ষতা আমাদের অর্জন করতে হবে। তাই প্রথমেই আসুন সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আমরা জেনে নিই।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

সাধুভাষা	চলিতভাষা
১. তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।	১. তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
২. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার দীর্ঘায়িত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- করিতেছে, যাইতেছে, চলিতেছে (সমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি। খাইয়া, ধরিয়া, যাইয়া (অসমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি।	২. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার। যেমন করছে, চলছে, যাচ্ছে (সমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি। খেয়ে, ধরে, যেয়ে (অসমাপিকা ক্রিয়া) ইত্যাদি।
৩. সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- তাহারা, যাহার, ইহা, উহা ইত্যাদি।	৩. সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- তারা, যার, এ, ও ইত্যাদি।

৪. অনুসর্গের দীর্ঘায়িত রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- হইতে, দিয়া, অপেক্ষা ইত্যাদি।	৪. অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- হতে, দিয়ে, চেয়ে ইত্যাদি।
৫. সকল সমাসের বেশি ব্যবহার।	৫. সমাসের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
৬. সংস্কৃত অব্যয়পদের ব্যবহার। যেমন- অনন্তর, বরঞ্চ, তথাপি, তদ্রূপ ইত্যাদি।	৬. অব্যয় পদের বিবর্তিত রূপের ব্যবহার। যেমন- তারপর, বরং, তবুও, সেরূপ ইত্যাদি।
৭. গুরুগম্ভীর শব্দের প্রয়োগ।	৭. ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার বেশি।
৮. দীর্ঘ ও জটিল বাক্যের ব্যবহার বেশি।	৮. সংক্ষিপ্ত ও যৌগিক বাক্যের ব্যবহার বেশি।

নিচে কিছু লেখকের সাধু চলিত রীতির রচনা সংকলিত হয়েছে। সেগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

সাধুরীতির উদাহরণ

১. "চৈত্রবায়ু তাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে, যথায় কপালকুন্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটর্বোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটবৃত্তিকাখণ্ড কপালকুন্ডলার সহিত ঘোর রবে নদী প্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুন্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২. গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দসকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করা শক্ত। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরাজি ও বাঙ্গালার বহুল চর্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নাম কেহ জানিত না।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৩. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল যদি কেহ এমন করিয়া বাঁধিয়া রখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মা অমর অগ্নি কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কালো চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্নভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না। আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু আমি সুখ যাচঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি; আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

—মীর মশাররফ হোসেন

৫. অরণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুঈনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল করিম-মুসোলিনী সানইয়াৎ সেন লেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে- যাহারা বৈমানিক রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়।

—কাজী নজরুল ইসলাম

চলিত রীতির উদাহরণ

১. একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র যে বোঝা সম্পর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশেই পড়ল জড়ের কাঁধে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক।

—প্রমথ চৌধুরী

৩. বেলা পড়ে যাচ্ছে দেখে দীর্ঘ নোনা গাছের তলা থেকে উঠলুম। মাঠের মধ্যে তখন গাছপালার দীর্ঘ ছায়া পড়ে গেছে, বাবলা বনের ওপর সূর্য হেলে পড়েছে। চলতে চলতে আর একটা ঝোপের মাথা থেকে একটা বেগুনে রঙের অজানা বনফুল তুলে নিলুম।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. মাঝি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত, সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে।

—সৈয়দ মুজতবা আলী

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সাধুরীতিতে ব্যবহৃত ৫টি সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ লিখুন। ঐ ক্রিয়াপদগুলির চলিত রীতির রূপও লিখুন।
২. সাধুরীতিতে সর্বনামের ব্যবহার কেমন হয়? ৫টি উদাহরণ দিন। ঐ সর্বনামগুলির চলিতরূপ লিখুন।
৩. তৎসম ও তদ্ভব শব্দ কোন ভাষারীতিতে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর

১. **সাধু :** আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাহাকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না– আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

চলিত : আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাকে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু 'কবিত্ব' সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাকে Poetry বলে এখন তাই কবিত্ব। এখন এ অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এ অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না – আমরা বিচার করতে বাধ্য।

২. **সাধু :** যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইসলাম ধর্মবিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুন দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হন। পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

চলিত : যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরছে, প্রকৃতির অন্তর ফেটে যাচ্ছে, সেই দেহ বিচ্ছিন্ন হোসেন মস্তক দেখে কার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হন, ইসলাম ধর্মবিদ্বেষীই হন, এ নিদারুন দুঃখের কথা শুনলে কে না ব্যথিত হন। পিতাপুত্র সকলে একত্র হয়ে হোসেন শোকে কাঁদতে লাগলেন।

৩. **সাধু :** জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানা প্রকার আভাস-ইঙ্গিত নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

চলিত : জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করে দিতে হয়। তার জন্য নানা প্রকার আভাস ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাকে কেবল বুঝিয়ে বললেই হয় না, তাকে সৃষ্টি করে তুলতে হয়।

৪. **সাধু :** আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম, বাড়িতে মার কাছে লইয়া খাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না, অথচ ইচ্ছা, আমি একবার যাই। এ দীন বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটিরের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব, এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

চলিত : আমি তার মনের ভাব বুঝতে পারলাম। বাড়িতে মার কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে তার সাহস হচ্ছে না, অথচ, ইচ্ছা, আমি একবার যাই। এ দীন বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হল। দরিদ্রের কুটিরের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটেনি। দেখে আসব, এ দেশে তারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

৫. **সাধু :** কিন্তু, একি করিতেছি! একি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম! মনে ছিল কয় বৎসরের বেদনায় যে মেঘ কাল হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখ সন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব।

চলিত : কিন্তু, এ কি করছি! একি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখতে বসলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হবে এ আমি কি জানতাম। মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনায় যে মেঘ কাল হয়ে জমে উঠেছে, তাকে বৈশাখ সন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করে দেব।

৬. **সাধু :** কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে। যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এ গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়।

চলিত : কুবেরের ধমক খেয়ে গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নিজেই ধরে দিল গান। সে গাইতে পারে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়ে গানের কথাগুলি শোনে। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে পায় না কেন, গানে এ গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ গান নয়।

৭. **সাধু :** দৈনন্দিন জীবনে সকলে ভাল-মন্দ অনেক কথা বলিয়া থাকে। যে কথাগুলি মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, তথা অর্থপূর্ণ, যাহা শুনিলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই সাহিত্য। সাহিত্য অর্থে কতকগুলি মূল্যহীন অকেজো কাগজের স্তূপ নহে।

চলিত : দৈনন্দিন জীবনে সকলে ভাল-মন্দ অনেক কথা বলে থাকে। যে কথাগুলো মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, তথা অর্থপূর্ণ, যা শুনলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাই সাহিত্য। সাহিত্য অর্থে কতকগুলো মূল্যহীন অকেজো কাগজের স্তূপ নয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. সাধু ও চলিত রীতির সংজ্ঞা দিন।
২. সাধু ও চলিত রীতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
৩. সাধু ও চলিত রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।
৪. নিচের বাক্য অনুচ্ছেদগুলো চলিতরীতিতে রূপান্তর করুন।

১. তাহাদের যাইতে হইবে।
২. আমরা যখন বেড়াইতেছিলাম, দেখিলাম একজন রাখাল তাহার গরুর পাল লইয়া ফিরিতেছে।
৩. কেহ কেহ অন্যরকম মনে করিতে পারে।
৪. বাংলাদেশ ছোট হইলে কি হইবে, ইহার অফুরন্ত সম্পদ রহিয়াছে।
৫. হাঁটিতে হাঁটিতে আর কতদূর যাইতে হইবে?
৬. আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলা, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব"।
৭. বাণিজ্য বিষয়ে ইহা যে তখন সপ্তগ্রাম অপেক্ষা বেশি উন্নত ছিল, তাহা ইহা হইতেই সহজে অনুমিত হইতে পারে। এ দেশের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ইংরেজদিগকে এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল।
৮. আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্য তালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।
৯. কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারন, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যু যদি বা সহে তাঁর মৃত দেহটা এ অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না।
১০. নদীর তীরে নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। থামিয়া থামিয়া স্টীমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়। কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে।

প্রবাদ-প্রবচন

ভূমিকা

প্রবাদ বা প্রবচন ভাষার একটি সম্পদ। পৃথিবীর সকল উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষাতে প্রবাদ বা প্রবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'প্রবাদ' শব্দটিকে ভাঙলে আমরা দুটি অংশ পাই – 'প্র' ও 'বাদ', 'প্র' শব্দের অর্থ 'প্রকৃষ্ট' এবং 'বাদ' শব্দের অর্থ 'বচন' বা 'কথা'।

'প্রবাদ' বা 'প্রবচন' গুলো কোন না কোন উপদেশ বা নীতিকথার সার-সংক্ষেপ। প্রকৃতি ও সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে নিরীক্ষণ করার অভিজ্ঞতা এসব প্রবাদ প্রবচনে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজিতে প্রবচনকে Sayings of the wise বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের অভিজ্ঞতাই প্রবাদ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় বহু প্রবাদ বা প্রবচন ব্যবহৃত হয়। এগুলো আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই এগুলোর ব্যবহার আমাদের জানা প্রয়োজন।

প্রবাদ বা প্রবচনের নমুনা ও অর্থ

১. অন্ধকারে ঢিল ছোড়া – আন্দাজে কথা বলা

২. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী – সামান্য জ্ঞান বিপজ্জনক

৩. অতি চালাকের গলায় দড়ি – চালাকি করে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে যেয়ে নিজেই ঠকা।

৪. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট – বেশি লোভ করতে গিয়ে নিজের যা আছে তাও হারাতে হয়।

৫. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ – স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ি রকমের শ্রদ্ধা জানালে তা সন্দেহের কারণ হয়।

৬. আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর – অনাধিকার চর্চা। যে ব্যক্তির আদার বেচাকেনা করে পণ্যবহনের জন্য তার জাহাজের খবর নেওয়া অপ্রয়োজনীয়।

৭. অনুরোধে ঢেঁকি গেলা – অনুরোধ, উপরোধে সম্ভব নয় এমন কাজ করতে যাওয়া।

৮. উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে – একজনের দোষ অন্যের উপর চাপান।

৯. উলুবনে মুক্তা ছড়ান – অনুপযুক্ত স্থানে মূল্যবান বস্তু দান করা।

১০. কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস – একই কারণে কারও উন্নতি হয় আবার ঐ কারণেই কারও সর্বনাশ হয়।

১১. কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী – কাজ পড়ে থাকলে আদর যত্নে কাজ করান হয়। কিন্তু কাজ শেষ হলেই অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

১২. কয়লা ধুলে ময়লা যায় না – কয়লা যতই ধোয়া হোক, ওটা কালই থাকে। তেমনি অসৎ ব্যক্তিকে যত উপদেশই দেওয়া হোক, তার মন থেকে কলুষতা দূর হয় না।

১৩. আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়া – আঙ্গুল যতই ফুলুক কলা গাছের সমান মোটা হয় না। কিন্তু হঠাৎ করে এর চেয়ে অসম্ভব ঘটনা ধনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে হতে পারে।

১৪. উড়ে এসে জুড়ে বসা – হঠাৎ এসে কায়েমিভাবে দখল করা।

১৫. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা – কষ্টের মধ্যে আরও কষ্ট বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা।

১৬. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন – যে অন্ধ তার চোখ পদ্ম ফুলের মতো বলে উপহাস করা।

১৭. গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না – গুণী ব্যক্তি নিজ গ্রামে অথবা নিজ দেশে সম্মান পান না।

১৮. গরু মেরে জুতো দান – গুরুতর অন্যায় করে পরে সামান্য কিছু দান করা।

১৯. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তার ফললাভের জন্য প্রস্তুতি।

২০. ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর – বাস্তব অবস্থার সঙ্গে গালভরা নামের মিল না হওয়া।

২১. চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো – যার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই নেই।

২২. চকচক করলে সোনা হয় না – বাইরের চেহারা দেখে অনেক সময় ভেতর চেনা যায় না।

২৩. চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী – অসৎ ব্যক্তি ধর্মের কথা শোনে না।

২৪. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – বিপদের সময় বুদ্ধিহীন কিন্তু অন্য সময়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নানা পন্থা মনে আসে।

২৫. দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা – আদরযত্ন করে শত্রুর লালন পালন করা।

২৬. দুধের স্বাদ ঘোলে মিটান – সার বস্তু না পেয়ে অসার বস্তুতে তৃপ্ত থাকা।

২৭. দশের লাঠি একের বোঝা – অনেকের পক্ষে যে কাজ সহজ একার পক্ষে তা কঠিন।

২৮. দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ – অনেক ব্যক্তির মিলিত কাজের জন্য ব্যক্তির অপমানিত বোধ করার কারণ নাই।

২৯. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা – নিজের ক্ষতি করে হলেও অন্যকে অসুবিধায় ফেলা।

৩০. পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা– ষোল আনায় এক টাকা। পড়ে পাওয়া বা বিনা শ্রমে পাওয়া চৌদ্দ আনা - ষোল আনারই সমান।

৩১. পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পাওয়া – অন্যকে অবলম্বন করে নিজের কার্যসিদ্ধি।

৩২. পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে – যেটি যার নয়, সেটি তার আয়ত্তে আসলে সর্বনাশের রাস্তা মুক্ত হয়।

৩৩. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা – নিজের ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

৩৪. নাই মামার চেয়ে কানা ভাল – কিছুই না থাকার চেয়ে খারাপ হলেও সামান্য কিছু থাকা ভাল।

৩৫. পেটে খেলে পিঠে সয় – লাভ পেয়ে থাকলে পীড়ন সহ্য করা যায়।

৩৬. ভিক্ষার চাল কাড়া আর আকাঁড়া – অন্যরা যা দয়া করে দেয় তাতে দোষত্রুটি থাকলেও তা ধরার মত নয়।

৩৭. মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতি – অভিজ্ঞ লোক যে কাজ পারেন না অনভিজ্ঞ লোকের সে কাজ করতে যাওয়া হাস্যকর।

৩৮. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন – যেভাবেই হোক কাজে সফলতা অর্জনের চেষ্টা।

৩৯. মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত – যার যতটুকু ক্ষমতা তার বেশি সে যেতে পারে না।

৪০. বরের পিসি কনের মাসি – যিনি দুপক্ষেরই আপনজন।

৪১. বামুন হয়ে চাঁদে হাত – সীমার অতিরিক্ত যে করে।

৪২. যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা – যে পছন্দনীয় নয়- তার সব কাজেই খুঁত ধরা।

৪৩. যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই – একজন পরিশ্রম করে আরেকজন পরিশ্রমের ফলভোগ করে।

৪৪. যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেতুল – ভয়ঙ্কর ব্যক্তির জন্য প্রত্যাঘাতের উপযুক্ত ব্যবস্থা।

৪৫. বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি – প্রধান বিষয় অপেক্ষা অপ্রধান বিষয়ের প্রাধান্য।

৪৬. বিষ নাই কুলোপানা চক্কর – আসল ক্ষমতা নেই কিন্তু অহেতুক আস্ফালন করা।

৪৭. ভিটেয় ঘুঘু চরান – ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করা।

৪৮. বোঝার উপর শাকের আঁটি – মূল দায়িত্বের সঙ্গে আরও কিছু বাড়তি দায়িত্ব।

৪৯. যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় – বিপদ দুর্বল মুহূর্তেই আসে।

৫০. রথ দেখা কলা বেচা – একই সঙ্গে দুইটি লাভ করা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. প্রবাদ বা প্রবচন বলতে কি বোঝায়?

২. 'প্রবাদ' শব্দের অর্থ কি? প্রবাদ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

৩. পাঠে নেই, এমন প্রবাদ আপনার জানা আছে কি? জানা থাকলে আপনার খাতায় সেগুলো লিখুন।

৪. নীচে প্রবাদগুলোর অর্থ লিখুন–

চক চক করলেই সোনা হয় না, ঘটি ডোবে না নাম তাল পুকুর, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী, কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাকি, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, বোঝার উপর শাকের আঁটি, রথ দেখা কলা বেচা, আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়া, চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর, কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, দমের লাঠি একের বোঝা, নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।

মানবন্টন

বাংলা ১ম পত্র

গদ্য - ৪০

১)সাধারণ প্রশ্ন থাকবে ৫টি।	যে কোন ২টির উত্তর লিখতে হবে।	১০×২ = ২০
২) বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৫টি।	যে কোন ২টির উত্তর দিতে হবে।	৫×২ = ১০
৩) ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫
৪) ব্যাখ্যা থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫

কবিতা - ৩০

১)সাধারণ প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর লিখতে হবে।	১০×১ = ১০
২) বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৫টি।	যে কোন ২টির উত্তর দিতে হবে।	৫×২ = ১০
৩) ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫
৪) ব্যাখ্যা থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫

উপন্যাস - ২০

১)সাধারণ প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর লিখতে হবে।	১০×১ = ১০
২) বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫
৩) ব্যাখ্যা থাকবে ৩টি।	যে কোন ১টির উত্তর দিতে হবে।	৫×১ = ৫

ভাষারীতির রূপান্তর - ৫

১) ১টি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে	১টির রূপান্তর করতে হবে।	৫×১ = ৫

প্রবাদ-প্রবচন- ৫

৮টি প্রবাদ প্রবচন দেওয়া থাকবে।	যে কোন ৫টির অর্থ লিখতে হবে।	৫×১ = ৫

নমুনা প্রশ্ন

বিষয় : বাংলা প্রথম পত্র

বিষয় কোড : HSC 1801

সময় - ৩ ঘন্টা পূর্ণমান - ১০০

(একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়।)

ডান পার্শ্বের সংখ্যা পূর্ণমান জ্ঞাপক

১। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **১০×২ = ২০**

ক) 'আদর্শ মহাপুরুষ' প্রবন্ধ অবলম্বনে হযরত মুহম্মদের (সা.) চরিত্রের পরিচয় দিন।

খ) 'বই কেনা' প্রবন্ধ অবলম্বনে বইপড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

গ) 'বিড়াল' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।

ঘ) ছোটগল্প হিসাবে "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।

ঙ) 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে লেখক কি বলতে চেয়েছেন, বুঝিয়ে লিখুন।

২। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫×২ = ১০**

ক) শৈশবকালে খোকাবাবুর আচরণ কেমন ছিল?

খ) বৃক্ষকে লেখক কেন আদর্শ জীবনের প্রতীক মনে করেছেন?

গ) আনাতোল ফ্রাঁস মনের চোখ বাড়ানর কি উপায় নির্দেশ করেছেন?

ঘ) বেশি মাছ ধরা পড়ার অর্থই সৌভাগ্য নয় কেন?

ঙ) আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে? কে, কেন বলেছেন?

৩। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫×১ = ৫**

ক) বিশেষ্য পদগুলোকে বিশেষণে রূপান্তরিত করুন। –মন, প্রহার, ধর্ম, সমাজ, আহার।

খ) সাধু ও চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ব্যবহারের পার্থক্য নিজের ভাষায় লিখুন।
গ) বিপরীত শব্দ লিখুন - বন্ধু, উত্তম, বিষ, খাঁটি, কনিষ্ঠ।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন (যে কোন ১টির) **৫×১ = ৫**

ক) ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।
খ) আমার কি জীবন আছে? আমি তো মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।
গ) বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

৫। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **১০×১ = ১০**

ক) সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে রাবণ যে আক্ষেপ করেছেন তার বর্ণনা দিন।
খ) "ওরা কাজ করে" কবিতার মূল বক্তব্য লিখুন।
গ) তোমাতে অমর আমি কবিতার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৬। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫×২ = ১০**

ক) আদি যুগে মানুষ কার আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল এবং কেন?
খ) যাত্রীরা যখন খেয়াপার হতে এসেছিল তখন সমুদ্রের অবস্থা কেমন ছিল?
গ) ডালিম গাছের তলায় কার কবরের কথা বলেছেন দাদু? কেমন ছিলেন তিনি? সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।
ঘ) "রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী" - ছত্রটির মর্মার্থ লিখুন।
ঙ) রানার কে? তার কাজ কী? বুঝিয়ে লিখুন।

৭। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫×১ = ৫**

ক) 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা থেকে ৫টি আরবি-ফারসি শব্দ লিখুন।
খ) নিচের অংশটি গদ্যে লিখুন।
অধম ভালুকে/শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে/কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে/বীতং সে?
গ)ধরিত্রী শব্দের ৫টি সমার্থ শব্দ লিখুন।

৮। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যে কোন ১টির ব্যাখ্যা লিখুন। **৫×১ = ৫**

ক) একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে, / আত্মা আত্মীয়।
খ) শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ - পরে/ওরা কাজ করে।
গ) তোমাতেই মূর্ত দেখি, সভ্যতার অমর মিনার।

৯। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখুন। **১০×১ = ১০**

ক) লাল সালু কোন শ্রেণীর উপন্যাস? উপন্যাস হিসেবে এটি কতটুকু সার্থক, আলোচনা করুন।
খ) লাল সালু উপন্যাসের সমাজ চিত্রটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।
গ) লাল সালু উপন্যাসের নায়িকা কে? তার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

১০।যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন। **৫×১ = ৫**

ক) আক্কাস কে? সে কি করতে চায়? কেন করতে চায়?
খ) মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশের কাহিনীটি বর্ণনা করুন।
গ) "ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে"? এটি কার উক্তি? কাকে কেন বলা হয়েছিল?

১১।প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন। **৫×১ = ৫**

ক) শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।
খ) তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।
গ) প্রকৃতির লীলা চেয়ে চেয়ে দেখাও এক রকম এবাদত।

১২।ভাষারীতির রূপান্তর করুন। **৫×১ = ৫**

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে।

১৩।নিচের ৫টি প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ লিখুন। **৫×১ = ৫**

ক) উলুবনে মুক্তা ছড়ান খ) কয়লা ধুলে ময়লা যায় না গ) চকচক করলেই সোনা হয় না ঘ) অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ঙ) রথ দেখা কলা বেচা। চ) নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা ছ) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা জ) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।